জরুরি
ই-মেইল যোগে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩, উমেশ দত্ত রোড, বকশিবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

পত্র সংখ্যা- ৫৮.০৪.০০০০.০২১.০২.০০১.২৩- ৯৭৪

তারিখঃ ১৮ আষাঢ়' ১৪৩০ / ০২ জুলাই' ২০২৩

বিষয়ঃ ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও করণীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা।

বর্তমানে সারাদেশে ডেঙ্গু রোগের সংক্রমন আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারাগারসমূহে যথাসময়ে যথাযথ চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধ করা / নিয়ন্ত্রনে রাখা আবশ্যক। কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বন্দিদের নিরাপদ রাখতে এই পত্রের সাথে সংযুক্ত নির্দেশনাটি সকল কারাগারে সরবরাহ করত: দরবার ও রোল কলে অবহিতপূর্বক নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : দুই (০২) পাতা।

০২/৭/২৩
শেখ সুজাউর রহমান
কর্নেল
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক
পক্ষে-কারা মহাপরিদর্শক
addl.ig@prison.gov.bd

কারা উপ মহাপরিদর্শক
সকল বিভাগ
সকল সদর দপ্তর।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

১। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার, সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার।
৩। সহকারী কারা মহাপরিদর্শক, সকল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। পরিচালক, কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১,২/বাজেট অফিসার/স্টাফ অফিসার/ডেপুটি জেলার (প্রশাসন/উন্নয়ন)/পরিসংখ্যানবিদ, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রিজন্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট / কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
(নির্দেশনাটি কারা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)
৮। ব্যক্তিগত সহকারী, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা। কারা মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক এবং কারা উপ-মহাপরিদর্শক(স:দ:) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্যে।
৯। গার্ড ফাইল।

ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও করণীয়

১। ভূমিকা: ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত রোগ যা এডিস নামক মশার কামড়ে ছড়ায়। বিভিন্ন পাত্র যেমন পরিত্যক্ত ক্যান, গাড়ির টায়ার, ডাবের খোসা, ভাঙ্গা বোতল, ফুলের টব ইত্যাদি জায়গায় জমে থাকা পরিষ্কার পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে এবং বংশ বৃদ্ধি করে। সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর তেমন মারাত্মক না হলেও ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার ও ডেঙ্গু শক সিনড্রোম প্রাণঘাতী হতে পারে।

২। ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণসমূহ:

ক। হঠাৎ প্রচন্ড জ্বর (তাপমাত্রা ১০৪°-১০৫° ফারেনহাইট হতে পারে) ;

খ। প্রচন্ড মাথা ব্যাথা ;

গ। চোখের পিছনে ব্যাথা ;

ঘ। মাংসপেশী ও অস্থি সন্ধিতে প্রচন্ড ব্যাথা ;

ঙ। শারীরিক দুর্বলতা ;

চ। বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়া ;

ছ। ত্বকে লালচে দাগ (Skin rash), যা জ্বর হবার ৩-৪ দিন পর দেখা যায় ;

জ। নাক, দাঁতের গোড়া ইত্যাদিতে অল্প অল্প রক্তক্ষরণ হওয়া ; } (ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার এর ক্ষেত্রে)

ঝ। রক্তবমি বা কালো পায়খানা হওয়া। }

৩। ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা :

ক। ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর বারবার মুছে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের (স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮.৬° ফারেন হাইট) কাছাকাছি রাখতে হবে ;

খ। প্রচুর পরিমান পানি, শরবত ও অন্যান্য তরল খাবার গ্রহন করতে হবে ;

গ। জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল সেবন করা যেতে পারে, তবে কোনক্রমেই এ্যাসপিরিন বা ডাইক্লোফেনাক জাতীয় ব্যাথার ঔষধ সেবন করা যাবে না ;

ঘ। ডেঙ্গু সম্পূর্ণ ভাল না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রামে থাকতে হবে ;

ঙ। ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ দেখামাত্র নিকটস্থ চিকিসকের পরামর্শ নিতে হবে ও প্রয়োজনে রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।

৪। প্রতিরোধ ব্যবস্থা: যেহেতু ডেঙ্গু রোগের কোন ভ্যাকসিন বা চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট কোন ঔষধ নেই তাই এ রোগ প্রতিরোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে।

ক। এডিস মশার শুককীট নিধন ব্যবস্থা: পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী এডিস মশা ডিম পাড়ে এবং শুককীটে রূপান্তরিত হয় তাই শুককীট নিধনে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি ;

(১) পরিত্যাক্ত ক্যান, টিনের কৌটা, মাটির পাত্র, প্লাটিকের পাত্র বা খেলনা, নারিকেলে খোসা, ভাঙ্গা বোতল, খালি চিপস বা বিস্কুটের প্যাকেট, পলিব্যাগ ইত্যাদি যত্রতত্র ফেলা যাবে না এবং যেগুলো ইতোমধ্যে ফেলা হয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ সরিয়ে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে ;

(২) বাড়ির বারান্দায় বা শেডে রাখা ফুলের টবে পানি জমতে দেয়া যাবে না ;

(৩) গাছের গুড়ি, পুরানো টায়ারে পানি জমে থাকলে তা পরিষ্কার করে ফেলে দিতে হবে এবং শুকনা রাখতে হবে ;

(৪) ঘরের আঙ্গিনায়, অব্যবহৃত রাস্তায়, সিমেন্টের মেঝেতে ছোট ছোট গর্ত থাকলে তা মাটি বা সিমেন্ট দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে।

(৫) রড/লাঠি বা হ্যাচার দিয়ে ড্রেনে জমা পানি প্রতি চার/পাঁচ দিন অন্তর নেড়ে দিতে হবে এবং জলাবদ্ধহীন রাখতে হবে ;

(৬) কারাগার এলাকাসমূহে উপরোক্ত স্থানে ব্যাপকভাবে শুককীট নাশক ঔষধ (লার্ভিসাইড) ছিটাতে হবে;

খ। পূর্ণাঙ্গ এডিস মশা নিধন ব্যবস্থা:

(১) পূর্ণাঙ্গ মশার লুকানোর স্থানসমূহ যেমন: - সোফা, আলমারী ও আসবাবপত্রের পিছনে, পর্দার আড়ালে কীটনাশক ঔষধ ছিটাতে হবে ;

(২) বাড়ির আশেপাশে ঝোপ জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতে হবে এবং ফগিং পদ্ধতিতে নিয়মিত কীটনাশক ঔষধ ছিটাতে হবে ;

(৩) মশার কয়েল, মশক নিধন স্প্রে ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে ;

(৪) বাড়ির চারপাশে দরজা- জানালায় মশক নিরোধক জাল ব্যবহার করা শ্রেয় ;

গ। ব্যক্তিগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা : স্ত্রী এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলায় (সকালে ও বিকালে) কামড়ায় তাই-

(১) যথাসম্ভব ফুল হাতা জামা, ফুল প্যান্ট ও মোজাসহ জুতা পরিধান করা উচিত ;

(২) কর্তব্যরত অবস্থায় মসকুইটো রিপিলেন্ট ব্যবহার করা শ্রেয় ;

(৩) ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করতে হবে (দিনের বেলাতেও);

৫। কারাগারসমূহে করণীয়:

ক। সকল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি :

(১) কারাগারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক অধীনস্থ সকলকে রোলকল/দরবারের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা;

(২) সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে সম্মিলিতভাবে স্ব স্ব কারাগার এবং পারিবারিক বসবাসের এলাকাসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ। তদারকি দল গঠন:

কারাগারসমূহে সংশ্লিষ্ট জেল সুপার কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার নেতৃত্বে এ্যান্টি ডেঙ্গু টিম গঠন করা যেতে পারে। উক্ত টিম নিজস্ব কারাগারের দায়িত্বপূর্ণ এলাকাসমূহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবে;

৬। উপসংহার: বাংলাদেশ জেল এর সকল বন্দিসহ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি এবং যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত আবশ্যক।